

১৮ মাসের আরেক মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের অপেক্ষায় জাতি

॥ শেখ উল্লাস ॥

বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতির আশীর্বাদ হিসেবে আবির্ভূত বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আইন ও তথ্য উপদেষ্টা সম্প্রতি বলেছেন, রাজনীতিকদের কারণে দেশে ভূমিকম্পের মতো পরিস্থিতি হয়েছিলো, এই সরকার ফায়ার সার্ভিসের ভূমিকাই পালন করছে মাত্র। বাস্তবতার নিরীখে এ যেন একটি অত্যন্ত চমৎকার বক্তব্য। গণতন্ত্র, নির্বাচন ও রাজনীতির নামে দেশ ও জনগণের জীবন যেভাবে দুঃসহ হয়ে উঠেছিলো তা থেকে উদ্ধার পেতে বর্তমানে প্রচলিত নতুন ধারার জরুরি অবস্থার বিকল্প ছিলো না বলেই শান্তিবাদী মানুষদের বিশ্বাস।

এদিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারের ভাষণ ও বক্তব্যে ইতোমধ্যেই স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে যে, আগামী ১৮ মাসের মধ্যে অর্থাৎ ২০০৮ সালের মধ্যে দেশে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। দেশের সত্যপ্রিয় ও শান্তিকামী মানুষ এসব ঘোষণায়ও আশাবাদী হয়ে উঠছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকেও এ বক্তব্যে স্বাগত ও আস্থা ব্যক্ত করতে দেখা যাচ্ছে। বাংলার ঐতিহ্যবাহী রাজনীতির ধারাকে, যে রাজনীতি বাঙালি জাতিকে উপহার দিয়েছে একটি স্বাধীন জাতীয় পতাকা ও সার্বভৌম রাষ্ট্র, তা ফিরিয়ে আনতে এই ১৮ মাসই সুবর্ণ সময়।

দেশে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও কালোটাকা মুক্ত শান্তিপূর্ণ সাধারণ নির্বাচনের জন্য বর্তমান সরকারের বেঁধে দেয়া ১৮ মাস সময়কে বাঙালি জাতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যমণ্ডিত বলে মনে করছেন অনেকে। ১৯৭১ সালে বাঙালির হাজার বছরের স্বপ্ন মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে ছিনিয়ে আনতে সময় লেগেছিলো ৯ মাস। ওই ৯ মাসের সাথে বর্তমান সরকারের বেঁধে দেয়া ১৮ মাসের মধ্যে একটি বিরাট মিল বা সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়। '৭১-এর ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ছিলো পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী, তাদের দোসর রাজাকার-আলবদল-আলশামসুহ হানাদারদের পোষ্য স্থানীয় মুসলিম লীগার, জামাতি ইসলাম ও নেজামে ইসলামী নামের কুচক্রের বিরুদ্ধে। এ জাতীয় কতিপয় দুর্ভাগা সম্প্রদায় ছাড়া বাংলার আপামর জনগণ তখন মুক্তিযুদ্ধ ও মুজিবনগর সরকারের কাজে সহযোগিতা ও সমর্থনের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলো।

বাঙালি জাতির একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ৩৫/৩৬ বছর পর অনিশ্চয়তার গর্তে পড়ে দেশের ভবিষ্যৎ যখন অন্ধকারের দিকে ধাবিত হচ্ছিলো তখনই বর্তমান সরকারের কাঁধে পড়েছে দেশকে টেনে তোলার দায়িত্ব। আজ এই সরকারকে যুদ্ধ করতে হচ্ছে দুর্নীতিবাজ রাজনীতিক, আমলা, কেরানী, সন্ত্রাসী, গডফাদার, কালোটাকার মালিক, লুটেরা ব্যবসায়ী, পরিবারতন্ত্রের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা শত সহস্র তারেক, মামুন, কোকোদের বিরুদ্ধে। এ দায়িত্ব অনেক কঠিন দায়িত্ব। আমাদের প্রচলিত কোনো একটি রাজনৈতিক দল বা জোট রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হয়ে বা সরকার গঠন করে এ দায়িত্ব পালন করতে এগিয়ে আসবে এমনটা কেউই বিশ্বাস করে না। তাই দেশকে, দেশের রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতির অঙ্গনকে এবং অফিস-আদালতকে (সরকারী ও বেসরকারী) দুর্নীতিবাজদের কবল থেকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে এমন একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের জন্যই বুঝি দীর্ঘদিন অপেক্ষা করছিলো বাংলার অসহায় সাধারণ ও শান্তিপ্রিয় জনগণ। তবে ১৯৭১ সালে যেমন বাংলার কতিপয় মানুষ নামের অমানুষেরা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলো, বর্তমান সরকারকে তার ১৮ মাস সময়েও মোকাবেলা করতে হবে দুর্নীতিবাজ রাজনীতিক, আমলা, কেরানী, লুটেরা ব্যবসায়ী ও কালো টাকার মালিকদের কাছ থেকে সুবিধা আদায়কারী দুর্বৃত্ত চক্রকেও। এই দুর্বৃত্ত চক্রের কালো হাত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে দেশের সর্বত্র গ্রামে-গঞ্জে, পাড়া-মহল্লায়, মফস্বলে, জেলা, বিভাগীয় শহরে। আর এ চক্রের গডফাদারদের আস্তানা যে খোদ রাজধানী ঢাকা নগরীতে তার প্রমাণ তো যৌথ বাহিনীর হাতে প্রাথমিকভাবে আটকদের নাম-পরিচয় থেকেই স্পষ্ট বুঝা যায়।

ফলে নির্দিষ্টায় বলা যায়, আগামী ১৮ মাস দেশ ও জাতির জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ১৮ মাসের যুদ্ধে বিজয় অর্জনের পর অর্থাৎ একটি শান্তি পূর্ণ পরিবেশ প্রতিষ্ঠা এবং দুর্বৃত্তচক্রের কবল থেকে দেশের সার্বিক আবহাওয়াকে কলুষমুক্ত করার পরই যেন হয় সেই কাজিত নির্বাচন; যে নির্বাচনে জনগণ ভোট দিয়ে সংসদসহ বিভিন্ন পরিষদে সং, যোগ্য ও দক্ষ লোকদেরকে নির্বাচিত করে পাঠাতে পারবে। সমাজে সং ও যোগ্য লোকদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা না গেলে শান্তি ও সত্যের সমাজ কায়মে কখনো সম্ভব নয়। ১৯৭১ সালে নিরস্ত্র ও অসহায় বাঙালিরা যেভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয়ের প্রতীক্ষায় দিন গুনতো, ঠিক তেমনি আজও দেশের সাধারণ মানুষেরা আশায় বুক বেঁধে বসে আছে যে, স্বাধীনতার পর থেকে এ দেশে সংঘটিত সকল অনিয়ম, অপকর্ম, দুর্নীতি ও মিথ্যাচারের জন্য দায়ী ব্যক্তিদেরকে বিচারের সম্মুখীন করে উপযুক্ত শাস্তি দেয়া হবে। বাংলার আকাশে-বাতাসে আবার শান্তি ফিরে আসবে। সবাই আবার দেশকে, মাতৃভাষা ও মাকে ভালোবাসতে শিখবে, জাতীয় পতাকাকে সম্মান করতে জানবে। আর অপরাধীরা বুঝতে পারবে অপরাধ করলে সব সময় পার পাওয়া যায় না, ধরা একবার পড়তেই হয়। আর এভাবেই অবিশ্বাসীদের মনে বিশ্বাস (যাকে বলা হয় ঈমান) তৈরি হতে পারে এবং অর্ধবিশ্বাসীরাও পূর্ণ বিশ্বাসী (খাঁটি ঈমানদার) হয়ে উঠার পথ খুঁজে পেতে পারে। কেননা, আজ সমাজ যেখানে অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারে ভরে গেছে, সেখানে মসজিদ-মন্দিরের সংখ্যা যতই বাড়ুক সেখানে সত্যিকারের ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকাটাই হয়ে উঠেছে ততই কঠিন। আর এই সুকঠিন ব্রত যারা পালন করে থাকেন তাদেরই আজ কামনা সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠা।

গুটিকয়েক গণবিচ্ছিন্ন ও সমাজবিরোধী লোকের কাছে জাতি ও দেশ সবসময় জিম্মি হয়ে থাকতে পারে না। সারা দেশে এই সমাজবিরোধীদের সংখ্যা বড়জোর কয়েক হাজার হতে পারে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের কাছে তাই কামনা আগামী ১৮ মাসে এই সমাজবিরোধীরা যথোপযুক্ত জবাব পাবে, তাদের কর্মের প্রতিফল হিসেবে। ইতোমধ্যে ছয় শীর্ষ জঙ্গীবাদের ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। বঙ্গবন্ধুসহ জাতীয় চার নেতার বিচারও হবে এই প্রত্যাশায় দিন গুনছে বাঙালি জনতা। সকল অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে বর্তমান প্রজন্ম আবারও যেন বুক ফুলিয়ে বলতে পারে - 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।' □

[This article is published in www.bartamansanglap.com](http://www.bartamansanglap.com)